সংবাদ (৫৫)

তারিখ ... 11/8/83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6 ...

037

সৈয়দপুর কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের ইতিকথা—

সৈয়দপুর, (রংপুর) ৯ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— সৈয়দপুর পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু অভিযোগগুলোর সপক্ষে সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেননা, এধরনের অভিযোগ পরীক্ষা চলাকালে কেবল হাতেনাতে ধরতে পারলেই প্রমাণ করা সম্ভব।

সৈয়দপুর কলেজে এইচ এস সি এবং ডিগ্রী দু'পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরই পরীক্ষা কেন্দ্রে অত্র কলেজের শিক্ষকদের দু'দলের রেষারেষির শিকার হয় সাধারণ পরীক্ষার্থীরা। সৈয়দপুর থানা মান উন্নীত হওয়ার পর গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত এইচ এস সি পরীক্ষা চলাকালীন সময় সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত থাকায় ঐ পরীক্ষায় মোট ৩৮ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এ কেন্দ্রে এতবেশী পরীক্ষার্থী বহিষ্কার এটাই প্রথম। এর ফলে শিক্ষকদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। কেননা অধিকাংশ শিক্ষকই প্রায় সারা বছর ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ার কাজটি চুটিয়ে চালিয়ে যান এবং বিশেষ কিছু ছাত্রকে যাদের পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা দান করা হয়। দু'দলের রেষারেষির প্রধানতঃ কারণ এটিই। এ ধরনের কার্যকলাপ ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও চলে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যেত। তবে এসব দুর্নীতির ব্যাপারে অতীতে কেউ প্রতিবাদ করেনি। এ বছর জীববিদ্যার অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সে সঙ্গে পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক আনসার আলী সরকার, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মনসুর রহমান ও জীববিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক হানিফউদ্দিনের বিরুদ্ধেও পত্রিকার চিঠি-পত্র বিভাগে অভিযোগ উঠেছে। অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের একখানি কপি সৈয়দপুর কলেজের অধ্যক্ষের নিকট দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু যারা উক্ত অভিযোগ পত্রে স্বাক্ষর করেছেন তারাই আবার অপর একটি দরখাস্তে আবেদন করেছেন যে, অধ্যাপক আশরাফুলের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই। তবে অধ্যক্ষের নিকট সংরক্ষিত অভিযোগপত্রে আমাদের ছাত্রদের স্বাক্ষর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দেয়া হয়েছে। আসলে সেটিতে ব্যবহারিক ক্লাসের জামানতের টাকা তোলার জন্য সরল ছা বিশ্বাসে সাদা কাগজে দস্তখত করে জনৈক অধ্যাপকের নিকট প্রদান করা হয়। অপরদিকে পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে যেসব পরীক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে এককথনবানে প্রায় সব নামই ভুয়া। তবে এসব চিঠিপত্র দু'দল শিক্ষকের রেষারেষিরই প্রতিক্রিয়া।

কলেজটির শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, তারা বর্তমানে উলঙ্গভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে সারা শহর জুড়ে বিষোদগার করে বেড়াচ্ছেন। এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে অনেককে চাকুরিচ্যুত করার মত চরম কাজটি করতেও আর দ্বিধা করছেন না।

ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক আফাজউদ্দিন শাহকে গত '৮২ সালের ডিগ্রী নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুপস্থিত জনৈক ছাত্রকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রদানের অপরাধে গত ১৭ই এপ্রিল হতে তাকে (অধ্যাপক আফাজ) সাময়িকভাবে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হয়েছে। কলেজ পরিচালনা কমিটি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তৎসঙ্গে উক্ত অধ্যাপককে তার বেতনের অর্ধেক বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও অজ্ঞাত কারণে অদ্যাবধি তাকে তা দেয়া হচ্ছে না। কলেজ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অধ্যাপক আফাজকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দপুর উপ-জেলার সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মহসিন আলী সর্দার, নীলফামারী সরকারী কলেজের প্রভাষক জনাব তৈয়বুর রহমান এবং রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল ওহাবের সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করে দেয়া হয়েছে। কমিটি তাদের তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, অধ্যাপক আফাজ উদ্দিন শাহ্‌র বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সাজানো, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অভিযোগের পক্ষে অধ্যক্ষ সাহেবের কাগজপত্র যথেষ্ট ও সন্তোষজনক নয় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি আরো উল্লেখ করে যে, অনুপস্থিত ছাত্রকে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়ার কারণও অনুপস্থিত। এ রিপোর্ট প্রদান করার পর অজ্ঞাত কারণে পুনরায় আর একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এসব ব্যাপারে অধ্যাপক আফাজ উদ্দিন শাহ ও অধ্যক্ষ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অধ্যাপক শাহ বলেন, অবশ্যই কাউকে সর্বোচ্চ নম্বর দিয়েছেন এবং যেসব খাতা তাকে দেয়া হয়েছে কেবল তাতেই নম্বর প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, অধ্যক্ষ সাহেব ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অন্যান্য খাতার সঙ্গে জনৈক অনুপস্থিত ছাত্রের রোল বসিয়ে একটি খাতা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে অধ্যক্ষ সাহেব বলেন অধ্যাপক সাহেব তার পেটোয়া ছাত্রকে খুশী করার কারণেই এ অপকর্মটি করেছেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি চরম অন্যায় বলে মন্তব্য করেন।

সৈয়দপুর কলেজের বিভিন্ন অনিয়ম সম্বন্ধে কোনদিনও কেউ সোচ্চার হননি। কেননা কলেজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে কিছু না কিছু সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে থাকতেন। এ বছর পরীক্ষার সময় একজন সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেট থাকায় ঐসব ব্যক্তি তাদের অতীতের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হন। অতীতের সৈয়দপুর কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের অনিয়মের কারণে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তার স্মারক নং কন ১৪৩০।পনি তাং ৫-৫-৭৭ইং মোতাবেক উক্ত অধ্যক্ষ সাহেবকে অপসারণের জন্য কলেজ পরিচালনা কমিটিকে অনুরোধ করেন।

বর্তমানে, কলেজের অধ্যক্ষ ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে আত্মসাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত ১২০, ৪১৮, ৫০০, ৪২৭, ২০০; ৪০৬, ৪০৩, ৩৫৩, ও ৪২০ ধারায় বাংলাদেশ দণ্ডবিধি মোতাবেক কোর্টে মোট ৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ছাত্র কর্তৃক অধ্যক্ষ সাহেবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির আরও একটি অভিযোগ সম্বন্ধে রংপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।